কোন পক্ষ নয়, নিরপেক্ষ খবরের সন্ধানে, সকাল থেকে সন্ধ্যা নিরন্তন নজরে

সুপ্রভাত বাংলা

দৈনিক সংবাদপত্র

supravatbangla.com

সুপ্রভাত বাংলা | বর্ষ- ১ সংখ্যা ৩৬৬ - শনিবার ০৪ জুলাই ২০২৬ - ১৯ আষাঢ় ১৪৩৩- বঙ্গাব্দ | PRGI No. WBBEN/25/A1519 | মূল্য ৪ টাকা ৪ পাতা



শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক শমীকের



রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি হাইকোর্টের



বিধায়ক-পুত্রের কার্যালয়ে উদ্ধার ৮০ রাউন্ড কার্তুজ



নিম্নচাপ শক্তি বাড়ালেই শনি ও রবিতে ভাসবে দক্ষিণবঙ্গ

বিবেকানন্দের আদর্শকে সামনে রেখে সুন্দর সমাজ গড়ার অঙ্গীকার



সুপ্রভাত বাংলাঃ পুলক মিত্রঃ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে সামনে রেখে সুন্দর সমাজ গড়ার অঙ্গীকার। এই লক্ষ্যে সম্প্রতি যৌথভাবে এক অনন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল শ্রী ভূমি আনন্দধ্বনি, দক্ষিণ কলকাতার ইন্দ্রাণী পার্কের শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পাঠচক্র এবং বিবেকানন্দ আদর্শ মিলন মন্দির। অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। শ্রী ভূমি আনন্দধ্বনির পক্ষ থেকে দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক স্নেহাশিস সুর। বক্তব্য রাখেন বেলুড় মঠের মহারাজ স্বামী প্রাণানাথানন্দজি। সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শ্রী ভূমি আনন্দধ্বনির পক্ষ থেকে জয়তী চক্রবর্তী জানান, প্লাস্টিক-মুক্ত বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁরা বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন।

স্কুলে সিঁদুরদান, ভিডিয়ো ছড়াল সোশালে

সুপ্রভাত বাংলাঃ চাঞ্চল্য দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর ব্লকের নয়াবাজার হাইস্কুলে। ইতিমধ্যেই 4 ছাত্র, ছাত্রীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে স্কুল থেকে । পাশাপাশি, ঘটনার খবর সামনে আসতেই স্কুলের তরফে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু হয়েছ স্কুলের তরফে জানা গিয়েছে, গঙ্গারামপুর ব্লকের নয়াবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় 2 হাজার ছাত্র-ছাত্রী। বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রের একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তাতে দেখা যায়, ছাত্রটি, ছাত্রীর মাথায় সিঁদুরের মতো লাল রঙের কিছু একটা পরিয়ে দিচ্ছে । যেমনটা বর, বউকে পরিয়ে দেয় । পাশে আরও দুই পড়ুয়া তাতে উৎসাহ দিচ্ছে। যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করে দেখেনি ইটিভি ভারত । এই ভিডিয়োটি সোশালে ছড়িয়ে পড়তেই নড়েচড়ে বসে স্কুল কর্তৃপক্ষ। আজ বেলা 12টা নাগাদ অন্যান্য ছাত্র, ছাত্রীর অভিভাবক-সহ এলাকার মানুষজন স্কুলে এসে হাজির হয়। কিছুটা সময়ের জন্য হই হট্টগোল বাঁধে। পরে দুই পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সূত্র বের করা হয়। ঘটনায় স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, ছাত্রীরাও তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নয়াবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ব্রজেন্দ্রনাথ রায় বলেন, "প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে ওই ছাত্রীকে এক মাসের জন্য এবং ঘটনায় জড়িত তিন ছাত্রকে তিন মাসের জন্য স্কুল থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে না-ঘটে, সে বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।" ই বিষয়ে গঙ্গারামপুর হাইস্কুলের শিক্ষক উত্তম গোস্বামী জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের সম্পর্ক ইতিবাচক নয় ।

শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত গড়ছে রাজ্য



সুপ্রভাত বাংলাঃ লাবনী মান্নাঃ স্কিল এডুকেশনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, ছাত্রছাত্রীদের শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকনির্ভর শিক্ষায় সীমাবদ্ধ না রেখে স্কুল স্তর থেকেই বিভিন্ন ধরনের দক্ষতার সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে হবে। শুক্রবার কলকাতায় আপাই -এর উদ্যোগে আয়োজিত প্রিকাউন্সিলিং শিক্ষার মেলা এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনস বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক গৌতম পাল, আপাই-এর সভাপতি সর্দার তরনজিৎ সিং, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সত্যম রায়চৌধুরী-সহ শিক্ষাজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "আগামী দিনে স্কিল এডুকেশন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠবে। সেই কারণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও আরও বেশি করে স্কিল-বেসড প্রোগ্রাম চালু করতে হবে।" শিল্পক্ষেত্রের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে তোলাই ভবিষ্যতের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, এই পরিবর্তনের সূচনা ইতিমধ্যেই হয়েছে। তাঁর কথায়, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুল স্তর থেকেই দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। অষ্টম শ্রেণি থেকেই ছাত্রছাত্রীদের এমন বিভিন্ন দক্ষতার সঙ্গে পরিচিত করানো হচ্ছে, যাতে তারা ভবিষ্যতে সেই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবনে এগিয়ে যেতে পারে।" স্কুলজীবনেই কোনও না কোনও স্কিলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর মতে, আগামী দিনের শিক্ষা শুধুমাত্র পরীক্ষার ফল বা ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং, ব্যবহারিক জ্ঞান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং কর্মসংস্থানের উপযোগী সক্ষমতা তৈরির উপরই জোর দিতে হবে। অষ্টম শ্রেণি থেকে স্কিল-ভিত্তিক শিক্ষার যে উদ্যোগ শুরু হয়েছে, সেটিই আগামী দিনের শিক্ষার ভবিষ্যৎ বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। আপাই-এর এই শিক্ষা মেলায় উচ্চমাধ্যমিকের পর বিভিন্ন পেশাভিত্তিক কোর্স, ভর্তি প্রক্রিয়া, বৃত্তির সুযোগ, শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া হয় ।আয়োজকদের দাবি, এই ধরনের উদ্যোগ উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্বও তুলে ধরছে। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে শুক্র ও শনিবার হবে এই মেলাটি। প্রথম দিনেই বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এসে মেলায় ভিড় জমিয়েছিলেন।

ইস্তফার হিড়িক আসানসোলে

সুপ্রভাত বাংলাঃ আসানসোল পুরনিগমের কাউন্সিলার সঞ্জয় নোনিয়া, পরবর্তীতে বোরো চেয়ারম্যান দেবাশিস সরকার নিজের বোরো থেকে পদত্যাগ করেছিলেন । শুক্রবার একসময়ের রাজ্য শিক্ষা আন্দোলনের নেতা তথা আসানসোল পুরনিগমের 78 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অশোক রুদ্র তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন । তার সঙ্গে 72 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ও বরো চেয়ারম্যান চৈতন্য মাজিও ইস্তফা দেন দুটি পদ থেকেই । অন্যদিকে, 84 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দেবাশিস সরকার আগে বোরো চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলেও শুক্রবার কাউন্সিলার পদ থেকেও ইস্তফা দেন । অশোক রুদ্র জানান, কাউন্সিলর শ্রাবণী বিশ্বাসও নিজের ইস্তফা দিয়ে গেছেন । তবে ইস্তফা দেওয়ার পরে তাঁরা কোন তৃণমূলে তা পরিষ্কার করেননি । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর শ্রদ্ধাশীল হয়েই পুরনিগমের পদত্যাগী নেতারা জানান, অফিস ভাঙচুর বা কর্মীদের উপর আক্রমণের ঘটনায় দলের কোনও উচ্চ নেতৃত্বকে তাঁরা পাশে পাননি । আগামী দিনে কোন পথে যাবেন সেবিষয়ে তাঁরা স্পষ্টভাবে কিছু জানাননি । প্রাক্তন কাউন্সিলার অশোক রুদ্র জানান, "প্রথম কারণ, মস্তিষ্ক যদি না-চায়, তাহলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরা কাজ করতে পারে না ।

তিস্তা নিয়ে মেগা পরিকল্পনা বাংলা ও সিকিমের



সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ সিকিম সরকারের তরফে দাবি করা হয়েছে, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই তালিকায় যেমন তিস্তা নদী আছে, তেমনই আছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কও আছে। তাছাড়াও পরিবহণ চুক্তি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে বলে সিকিম সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। শিলিগুড়ির সঙ্গে সিকিমের যোগাযোগ বাড়ানোর জন্যও পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে পড়শি রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে। সিকিম সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, সিকিমে নথিভুক্ত গাড়িকে যে পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার পারমিট দেওয়া হয়, সেটার সংখ্যা ৩,০০০ থেকে বাড়িয়ে ৬,০০০ করতে বাজি হয়েছে শুভেন্দু সরকার। অর্থাৎ প্রতিদিন সিকিমের ৬,০০০ গাড়ি পশ্চিমবঙ্গে আসতে পারবে। তবে পশ্চিমবঙ্গের গাড়ির ক্ষেত্রে সেরকম কিছু হয়েছে কিনা, তা নিয়ে সিকিম সরকারের তরফে কিছু জানানো হয়নি। সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, সিকিম সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে স্বভাবতই সেই রাজ্যের কথা বলা থাকবে। যদি সিকিমের দ্বিগুণ গাড়িকে পশ্চিমবঙ্গে আসতে দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এ রাজ্যেরও সমসংখ্যক গাড়িকে সিকিমে উঠতে দেওয়া হবে। এতদিন সেভাবেই সবকিছু চলেছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে। সিকিম সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০২৩ সালে যে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তার জেরে তিস্তা নদী অববাহিকায় প্রচুর পলি জমেছিল এবং ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ করিডরকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে তিস্তা নদীতে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পলি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি যৌথভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে উভয় সরকার সম্মত হয়েছে। শিলিগুড়ির এসএনটি (SNT) কমপ্লেক্সে 'সুস্বাস্থ্য ভবন সিকিম' স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত এই কেন্দ্রে শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন সিকিমের রোগী ও তাঁদের সঙ্গীদের থাকার ব্যবস্থা থাকবে। মিলবে প্রয়োজনীয় সহায়তা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দফতরকে এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র জারির নির্দেশ দিয়েছেন বলে সিকিম সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। তিস্তা নিয়ে মেগা পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের সরকারের।

হকার উচ্ছেদের নোটিসে ক্ষোভ, বারাসাত প্ল্যাটফর্মে সিপিআইএমের মিছিল



সুপ্রভাত বাংলাঃ আবুল কায়ুম গাজী , উত্তর ২৪ পরগনা: হকার উচ্ছেদের নোটিস ঘিরে ক্রমেই জোরদার হচ্ছে প্রতিবাদ। সেই আন্দোলনে সরব হয়ে বারাসাত রেলস্টেশন প্ল্যাটফর্মে মিছিল সংগঠিত করল সিপিআইএম। দলীয় কর্মী-সমর্থকরা প্ল্যাটফর্ম ও স্টেশন চত্বর জুড়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন। মিছিলটি স্টেশনের একাধিক প্ল্যাটফর্ম ঘুরে মূল প্রবেশপথে এসে শেষ হয়। এর জেরে কিছু সময়ের জন্য যাত্রী চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে। প্রতিবাদীদের অভিযোগ, কোনও বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই হঠাৎ করে উচ্ছেদের নোটিস জারি করা হয়েছে। এতে বহু মানুষের জীবিকা সংকটের মুখে পড়বে। হকারদের একাংশ বলেন, “আমরা বহু বছর ধরে এখানে ব্যবসা করছি। হঠাৎ করে উচ্ছেদ করলে আমরা কোথায় যাব?” । মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন এবং দ্রুত নোটিস প্রত্যাহারের দাবি জানান। তাঁদের দাবি, পুনর্বাসনের স্পষ্ট রূপরেখা না দিলে উচ্ছেদ মানা হবে না।সিপিআইএম নেতৃত্বের অভিযোগ, কোনও রকম পুনর্বাসনের স্পষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই হকারদের উচ্ছেদের নোটিস জারি করা হয়েছে। এতে বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়বে। দলের দাবি, অবিলম্বে এই নোটিস প্রত্যাহার করতে হবে এবং হকারদের জন্য স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।অন্যদিকে রেল ও স্থানীয় প্রশাসনের বক্তব্য, যাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, বিষয়টি নিয়ে আগামী দিনে আরও আন্দোলনের ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রতিবাদীরা।

দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগের ভ্রুকুটি



সুপ্রভাত বাংলাঃ উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে তৈরি হয়ে গিয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, নিম্নচাপ তৈরি হয়ে গেলেও আপাতত সেটি ততটাও শক্তিশালী হয়নি। ধীরে-ধীরে সেই 'সিস্টেমের' শক্তি বাড়বে। তার ফলে বৃষ্টির দাপট বৃদ্ধি পাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। আজ থেকেই কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টি শুরু হবে। সেই দাপট আরও বাড়বে শনিবার এবং রবিবার। বিশেষত রবিবার ঝড়-বৃষ্টির দাপট সবথেকে বেশি থাকবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের একটি বা দুটি অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (৭০ মিলিমিটার থেকে ২০০ মিলিমিটার) হতে পারে। সেই কারণে ওই দুটি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হাওড়ার একটি বা দুটি অংশে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ওই তিনটি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার অধিকাংশ অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। তারইমধ্যে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে।

সম্পাদকীয়

আমন্ত্রণে ভারতে আসছেন চিনা বিদেশমন্ত্রী

শ্রাবন কুমার বিশ্বকর্মা

এবার নতুন মোড় নিতে চলেছে? এই প্রশ্নই জোরালো হয়েছে সম্প্রতি। কারণ, শি জিনপিংয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই শীঘ্রই ভারত সফরে আসতে চলেছেন। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের আমন্ত্রণেই ভারতে আসছেন ওয়াং ই। এই সফরকে দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর ভারত-চিন সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছিল। সীমান্তে সেনা মোতায়েন বৃদ্ধি, বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ এবং কূটনৈতিক দূরত্ব দুই দেশের সম্পর্কে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তবে গত দুই বছরে ধীরে ধীরে সংলাপের পথ খুলতে শুরু করেছে। বিশেষ করে সীমান্তে উত্তেজনা কমানো এবং সামরিক পর্যায়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। ওয়াং ই-র সফরে সীমান্ত সমস্যা, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং বহুপাক্ষিক মঞ্চে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, এই সফর শুধু আনুষ্ঠানিক বৈঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং ভবিষ্যতে উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক যোগাযোগের পথও তৈরি করতে পারে। গত কয়েক মাসে ভারত ও চিনের মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলার একাধিক ইঙ্গিত মিলেছে। দুই দেশ সীমান্তে শান্তি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে। পাশাপাশি সরাসরি বিমান পরিষেবা পুনরায় চালু করা, ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা

স্কুলের খেলার মাঠ দখল করার চেষ্টার অভিযোগ

সুপ্রভাত বাংলাঃ হাসানুজ্জামান বসিরহাট: বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জের বাঁকড়ার দক্ষিণ-পূর্ব বাঁকড়া স্কুল এর ঘটনা ।এই স্কুলের সামনেই কিছুটা সরকারি জায়গা আছে । যে জায়গাটা স্কুল তৈরি হওয়ার পর থেকে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ওই মাঠে খেলা করে। এবং এলাকার সবাই ওই মাঠ টাকে স্কুলের মাঠ বলেই জানি। হঠাৎই আজ ওই মাঠের পাশে যাদের জমি তারা এই খেলার মাঠ পিলার পুতে দখল করার চেষ্টা করছিল। সেই সময় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষকরা এবং গ্রামের মানুষ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে । এবং ছাত্র-ছাত্রীরা এই স্কুলের মাঠটাকে বাঁচানোর দাবিতে এলাকায় মিছিল বের করে ।ঘটনার কথা শুনে ঘটনাস্থলে আসে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ ।পুলিশ এসে কাজ বন্ধ করে দিয়ে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদেরকে কাগজপত্র নিয়ে থানায় দেখা করতে বলেছে বিষয়টি বোঝার জন্য। অন্যদিকে ছাত্রছাত্রী থেকে গ্রামের মানুষ এবং অভিভাবকদের দাবি ওই মাঠ যেমনভাবে স্কুলের ছিল ঠিক তেমনভাবেই রাখতে হবে ছাত্রছাত্রীরা এখন খেলা করছে ভবিষ্যতেও এই মাঠেই খেলা করবে ।





রক্ষাকবচ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ মহুয়া

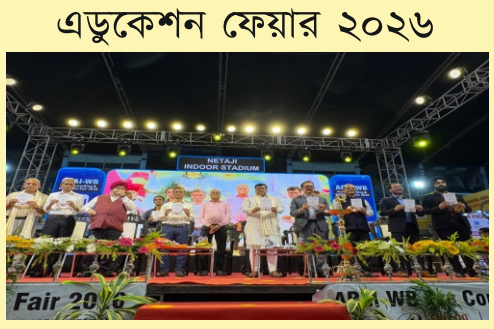


সুপ্রভাত বাংলাঃ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মহুয়ার অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিচ্ছে পুলিশ। অথচ তিনি কয়েকদিন আগে যে অভিযোগ করেছেন সেটায় কোনও গুরুত্ব দেয়নি। এভাবেই পুলিশের ভুমিকায় প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এমতাবস্থায় কৃষ্ণনগরের সাংসদে আর্জি তাঁকে রক্ষাকবচ দিক আদালত। উল্লেখ্য, ঠিক দু'দিন আগে মহুয়া মৈত্রর কৃষ্ণনগরের পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষুব্ধ জনতা ভিড় করে। তাঁকে লক্ষ করে ডিম ছোড়া হয়। এই ঘটনায় আগেই সোশাল মিডিয়াতে ক্ষোভ ব্যাক্ত করেছিলেন। পুরো ঘটনাটির ভিডিয়ো প্রকাশ করেন সাংসদ । সেখানে দলীয় দফতরের একটি জানলা থেকে তাঁকে তৃণমূলের পতাকা নাড়তেও দেখা যায় । সেখান থেকে রাজ্য পুলিশের ডিজি থেকে শুরু করে অন্য শীর্ষ কর্তাদের ফোন করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছিলেন বলেও দবি করেছেন মহুয়া । এবার তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর রাজ্যজুড়ে তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের উপর ডিম ছোড়া, কোমড়ে দড়ি বেঁধে ঘোরানোর মতো ঘটনা ঘটছে। এ নিয়ে সরব হয়েছেন নেতা নেত্রীরা। পাশাপাশি আদালতে মামলাও দায়ের করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চ পুলিশের ডিজিকে অবিলম্বে এই আচরণ বন্ধ করতে গাইডলাইন তৈরি করে তা প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।তারপরও এই ঘটনা বন্ধ হয়নি। দু'দিন আগেই মহুয়া মৈত্রর কৃষ্ণনগরের পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি তাঁর গায়ে ডিম ছুড়ে মারা হয়। সাংসদের দাবি সেই ঘটনায় তিনি যে অভিযোগ দায়ের করেছেন তাতে পুলিশ পদক্ষেপ করছে না। অন্যদিকে তাঁর বিরুদ্ধে অন্য ঘটনায় এফয়াইয়ার দায়ের হয়েছে। তাতে পুলিশ সক্রিয়। পুলিশের এই ভুমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন মহুয়া । ডিম ছুড়ে প্রতিবাদ দেখানোর ঘটনা গত মাস দুয়েকের মধ্যে বিশেষ 'জনপ্রিয় ' হয়েছে । আদালতের বিচারপতি থেকে শুরু করে আইন বিশেষজ্ঞরা এ নিয়ে যতই প্রশ্ন তুলুন না কেন ডিম ছোড়া থেকে ভিড়কে কিছুতেই বিরত করা যাচ্ছে না । মে মাসের শেষে সোনারপুরে নিহত দলীয় কর্মীর বাড়ি গেলে জনতার ক্ষোভের মুখে পড়েন অভিষেক । পাথরের পাশাপাশি উড়ে আসে ডিমও । সেই শুরু । তারপর প্রাক্তন শাসক শিবিরের নেতাদের 'ডিম খাওয়ার' তালিকা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে ।

ফ্রি এক পয়সাও না

সুপ্রভাত বাংলাঃ আবেদন ফি বাবদ যে টাকা নেওয়া হত, তা মকুব করে দেওয়া হচ্ছে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'নাগরিক পরিষেবা যাতে স্বচ্ছ, ঝঞ্জাটমুক্ত এবং সহজলভ্য হয়, তা নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, খতিয়ান (Record-of-Rights) এবং জমির দাগের তথ্য (Plot Information) পাওয়ার জন্য পূর্ববর্তী সরকার (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার) যে অ্যাপ্লিকেশন ফি (enquiry charges) আদায় করত, তা আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে মকুব করেছি।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'এখন থেকে আপনারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অনলাইনে আপনাদের খতিয়ান এবং জমির দাগের তথ্যের ডিজিটালি স্বাক্ষরিত কপি ডাউনলোড করতে পারবেন। এই ডিজিটাল জমির রেকর্ডগুলি পাওয়ার জন্য কোনওরকম আবেদন ফি বা অথেন্টিকেশন ফি লাগবে না। এই পদক্ষেপের ফলে রাজ্যজুড়ে সমস্ত জমির মালিক বিশেষত কৃষকরা সরাসরি উপকৃত হবেন। আপনার জমি, আপনার অধিকার,আপনার তথ্য এখন থেকে মাত্র এক ক্লিকের আওতায়। তারইমধ্যে আজ নিউ টাউনে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে পশ্চিমবঙ্গের বিধায়কদের দু'দিনের বিশেষ কর্মসূচিতে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, রাজ্যপাল আর এন রবি, সংসদীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুরা যোগ দিয়েছেন। সেই মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, অতীতে পশ্চিমবঙ্গে এরকম বাজে সিস্টেম ছিল না। সিপিআইএমের আমলে পার্টি অফিস থেকে সব কাজ করা হত। আর গত ১৫ বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে কী হয়েছে, তা নিয়ে কিছু বলছেন না বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারইমধ্যে লোকসভার স্পিকারকে নিশানা করেছেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেছেন, আমার কর্তব্য ছিল আজ বিধানসভার অধ্যক্ষ আয়োজিত বিধায়কদের কর্মশালায় উপস্থিত থাকা। বন্দেমাতরম, জনগণমন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন পর্যন্ত ছিলাম। আমি লোকসভা, বিধানসভার অধ্যক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর চেয়ারকে সম্মান করি। কিন্তু এটা আমার সিদ্ধান্ত যে আমি কিছু ব্যক্তির বক্তব্য শুনব কি না। আমি ঠিক করলাম, শুনব না।' সেইসঙ্গে তিনি বলেন, 'এটা আমার সিদ্ধান্ত, বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার থেকে বেরিয়ে এসেছি। কারণ, লোকসভার অধ্যক্ষ সম্মানীয়। কিন্তু তিনি তৃণমূলের দল ভাঙানোর চেষ্টার সাংসদদের বরখাস্ত করার বদলে ছাড় দিচ্ছেন। রাজ্যের অধ্যক্ষকে সম্মান করি, কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ কাজ করছেন বলে অনুভব করছি না। আগের দিন আমাকে অন্যায়ভাবে বলতে দেওয়া হয়নি। আমি ওঁদের মুখে নীতিকথা শুনব না।' এই কাজের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার টাকা নিত। ফ্রি করে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। লাগবে না এক পয়সাও। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, নাগরিক পরিষেবা যাতে স্বচ্ছ, ঝঞ্জাটমুক্ত এবং সহজলভ্য হয়, তাতে নিশ্চিত করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর।

উচ্চশিক্ষায় সঠিক পথ দেখাতে কলকাতায় APAI-WB এর প্রি-কাউন্সেলিং অ্যান্ড এডুকেশন ফেয়ার ২০২৬



সুপ্রভাত বাংলাঃ নিতাই মালাকারঃ উচ্চশিক্ষা ও ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সঠিক দিশা দিতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল APAI-WB Pre-Counselling & Education Fair 2026। Association of Professional Academic Institutions, West Bengal (APAI-WB)-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ ও নীতিনির্ধারকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।মেলার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক (ড.) গৌতম পাল, অধ্যাপক তাপস চক্রবর্তী, সর্দার তারণজিৎ সিং, সত্যম রায়চৌধুরী, ড. দিব্যেন্দু কর এবং মানসী রায়চৌধুরী।মেলায় ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রযুক্তি, ফার্মেসি, ম্যানেজমেন্ট, আর্কিটেকচার, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট-সহ বিভিন্ন পেশাভিত্তিক কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও পরামর্শ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা ভর্তি প্রক্রিয়া, বৃত্তির সুযোগ, ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান এবং শিল্পক্ষেত্রের নতুন প্রবণতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ পান।অনুষ্ঠানে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আন্তর্জাতিক মানের করে তুলতে হবে। APAI-WB-এর মতো সংগঠন মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা, উদ্ভাবন এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।'APAI-WB-এর সাধারণ সম্পাদক সত্যম রায়চৌধুরী বলেন, শিক্ষার্থীদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সঠিক পরামর্শ পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। এই মেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা ও শিল্পমুখী শিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলার বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষাবিদদের উপস্থিতিতে মেলাটি উচ্চশিক্ষা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে প্রশংসিত হয়।

শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক শমীকের

সুপ্রভাত বাংলাঃ মহারাষ্ট্রের বাণিজ্যনগরী মুম্বইতে একাধিক শিল্পপতির সঙ্গে সদ্য বৈঠক করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বিষয়টি নিয়ে তাঁর ফেসবুক পেজে তিনি জানান,' মুম্বইয়ের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ ও শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।' এরই সঙ্গে তিনি লেখেন,' বৈঠকে রাজ্যের শিল্পবান্ধব পরিবেশ, দক্ষ মানবসম্পদ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়। উপস্থিত শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও নতুন বিনিয়োগের সম্ভাবনার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন।' তাঁর বৈঠকের এক ছবি প্রকাশ করে, ওই পোস্টের শেষে শমীক ভট্টাচার্য লেখেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, শিল্প, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে সরকার, শিল্পমহল এবং বিনিয়োগকারীদের পারস্পরিক সহযোগিতা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।' জানা যাচ্ছে, দেশের তাবড় শিল্পপতিদের নিয়ে মেগা বৈঠক আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য সরকার। বিগত কয়েক বছরে রাজ্যে শিল্প ও কর্মসংস্থান একটি বড় ফ্যাক্টর হয়েছে। তা নিয়ে নানান সময় রাজনীতিও তপ্ত হয়েছে। মমতা-সরকারের আমলে শাসকদলের বিরুদ্ধে শিল্প ও কর্মসংস্থান নিয়ে বহুবার সরব হয়েছে বিজেপি। সেই জায়গা থেকে রাজ্যে বিজেপি সরকার আসতেই দেখা গিয়েছে বিনিয়োগ টানতে সরকারের নানান তৎপরতা। সেই প্রেক্ষাপটে শমীক

বন্ধ চটকল খুলতে বড় নির্দেশ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের



সুপ্রভাত বাংলাঃ আগামী 10 জুলাইয়ের মধ্যে বন্ধ থাকা চটকলগুলি ধাপে ধাপে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং । প্রথম পর্যায়ে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের তিনটি বন্ধ জুট মিল - বরানগর জুট মিল, জগদ্দল জুট ইন্ডাস্ট্রিজ এবং এমকো জুট মিল পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে । এর ফলে প্রায় সাড়ে সাত হাজার শ্রমিক ফের কাজের সুযোগ পেতে পারেন বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি । ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার শ্রমিকদের মধ্যে খুশির হাওয়া ।শ্রম দফতর সূত্রে খবর, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই বন্ধ শিল্প পুনরুজ্জীবনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । শ্রমমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর অর্জুন সিং একাধিকবার জানিয়েছিলেন, বন্ধ চটকল খুলে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ফিরিয়ে আনাই তাঁর অন্যতম অগ্রাধিকার । সেই লক্ষ্যেই ইতিমধ্যেই 13টি জুট মিলের মালিকপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি । স্প্রতি ব্যারাকপুর অঞ্চলের তিনটি বন্ধ চটকলের মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেন শ্রমমন্ত্রী । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ শ্রম কমিশনার আশিস সরকার, অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার রজত পাল, ব্যারাকপুরের ডেপুটি শ্রম কমিশনার মনোজ সাহা এবং সহকারী শ্রম কমিশনার হৃত্বিক মুখোপাধ্যায় । বৈঠক শেষে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট তিনটি জুট মিল দ্রুত চালুর জন্য মালিকপক্ষ শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক নোটিশ জারি করবে । প্রথমে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হবে । পরিকাঠামো প্রস্তুত হওয়ার পর ধাপে ধাপে উৎপাদনও শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে । শ্রম দফতরের একাংশের মতে, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বহু শ্রমিক দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা কাটিয়ে আবার নিয়মিত আয়ের সুযোগ পাবেন । পাশাপাশি রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী চটশিল্পও নতুন করে গতি পেতে পারে । তবে শিল্প বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করিয়ে দিচ্ছেন, শুধু কারখানা খুললেই সমস্যার সমাধান হবে না । নিয়মিত কাঁচামালের জোগান, বাজারে চাহিদা, উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি-সহ একাধিক সমস্যারও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান প্রয়োজন । তা না হলে পুনরায় চটকল বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাবে ।

তারকেশ্বরে পুণ্যার্থীদের উপর হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি



সুপ্রভাত বাংলাঃ রথযাত্রা ও শ্রাবণ মাসের তীর্থযাত্রা নিয়ে এ দিনের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। যেখানে রাজ্যের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সব রথের সংরক্ষণ ও সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এমনটাই জানিয়েছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। সেই সঙ্গে শ্রাবণ মাসে শিবভক্তদের উপর হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি করা হবে। পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র জানান, রাজ্য সরকার তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং রথযাত্রার ঐতিহ্য রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, "বাংলার বুকে এমন অনেক প্রাচীন রথ রয়েছে, যা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। পূর্বতন সরকার রাজ্যের এই প্রাচীন ঐতিহ্যগুলির দিকে একেবারেই নজর দেয়নি। তাই নতুন সরকার এবার এই সমস্ত পুরনো রথের সংরক্ষণ ও সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর জন্য রাজ্য সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় সবরকম সহায়তা করা হবে।" শুধু রথযাত্রাই নয়, শ্রাবণ মাসে শিবভক্তদের সুবিধার দিকেও বিশেষ নজর দিচ্ছে প্রশাসন। তারকেশ্বর, জলপাইগুড়ির জল্পেশ্বর এবং কালচিনির মহাকাল মন্দিরে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। বাঁকে করে জল নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে যান পুণ্যার্থীরা। তাঁদের কথা মাথায় রেখে মন্দির সংলগ্ন এলাকাগুলিতে চিকিৎসা শিবির ও সহায়তা কেন্দ্র খোলা হবে। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে এবার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র জানিয়েছেন, বিশেষ করে রবিবারগুলিতে পুণ্যার্থীদের উৎসাহ বৃদ্ধি করতে হেলিকপ্টার থেকে তাঁদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হবে।শ্রাবণী মেলার প্রস্তুতি নিয়ে বলতে গিয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "গোটা বিষয়টি খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নজরে রয়েছে। পুণ্যার্থীদের যাতে বিন্দুমাত্র কষ্ট না-হয়, তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। পিডব্লিউডি, ইউডিএমএ, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এবং তারকেশ্বর পুরসভা একযোগে এই কাজের তদারকি করছে।শ্রাবণী মেলা নিয়ে একটা বড় ভাবনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। সেখানে বিভিন্ন জায়গায় রেস্টরুম, রাস্তায় জলের ব্যবস্থা, হেলথ ক্যাম্প, শৌচালয়, বায়ো টয়লেট এবং কনস্ট্রাক্টেড টয়লেটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিভিন্ন যে ঘাটগুলি আছে, সেগুলি ভীষণ সুন্দর করে সাজানো হচ্ছে।" তিনি আরও জানিয়েছেন, চন্দননগরের আলো দিয়ে পুরো রাস্তা সাজানো হবে। এমনকি বাস ও পাবলিক ট্রান্সপোর্টগুলিকেও বিশেষভাবে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। ভক্তদের হাঁটার সুবিধার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, "রাস্তায় আমাদের যাঁরা ভক্তবৃন্দ যান, তখন রাস্তা অত্যন্ত গরম হয়ে যায়। তাই আমরা ঠিক করেছি, তাঁদের পায়ে যাতে কষ্ট না-হয় তার জন্য জায়গায় জায়গায় আমরা পাটের কার্পেট পেতে দেব এবং সেই কার্পেটের উপর আমরা জল ঢেলে দেব, যাতে তাঁদের পায়ে কোনও অসুবিধা না-হয়।" পাশাপাশি, ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য রেস্টরুমগুলিতে বড় স্ক্রিন লাগানো থাকবে। সেখানে মন্দিরের ভিতরের ভিড়ের লাইভ ছবি সম্প্রচারিত হবে। ফলে পুণ্যার্থীরা ভিড় বুঝে এগোতে পারবেন। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগেও পর্যাপ্ত খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে। ভার্চুয়াল ইমেজিংয়ের মাধ্যমে কিছু বিশেষ ডিজাইনের পাশাপাশি থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও।

কাঁচা পাটের এমএসপি প্রতি কুইন্টাল ৫,৯২৫ টাকা, চাষিদের সুবিধায় 'পাট-মিত্র' অ্যাপে চালু হচ্ছে স্লট বুকিং



সুপ্রভাত বাংলাঃ নিতাই মালাকারঃ অর্থবর্ষের জন্য টিডি-৩ (মিডল গ্রেড) কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) প্রতি কুইন্টাল ৫,৯২৫ টাকা নির্ধারণ করেছে। ১ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের অধীনস্থ দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (জেসিআই)। একই সঙ্গে পাট সংগ্রহকে আরও সহজ, স্বচ্ছ ও সময়সাশ্রয়ী করতে 'পাট-মিত্র' (PAAT-MITRO) মোবাইল অ্যাপে নতুন স্লট বুকিং ব্যবস্থা চালুর ঘোষণাও করা হয়েছে।কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে জেসিআই-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় কুমার পাণিগ্রাহী, ন্যাশনাল জুট বোর্ডের সচিব শশী ভূষণ সিং, ডেপুটি জুট কমিশনার নীরজ কুলহারী এবং জেসিআই-এর জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস অ্যান্ড মার্কেটিং) কল্যাণ কুমার মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।তোষা, সাদা পাট ও মেস্তা/বিমলির বিভিন্ন গ্রেডের জন্য পৃথক এমএসপি হারও প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাজারদর কম থাকলেও চাষিরা ন্যায্য মূল্য পাবেন এবং তাঁদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে।শশী ভূষণ সিং বলেন, এমএসপি প্রকল্প, প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ এবং ধারাবাহিক নীতিগত সহায়তার ফলে পাটভিত্তিক অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হচ্ছে। একই সঙ্গে টেকসই পদ্ধতিতে চাষের প্রসার এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।জেসিআই জানিয়েছে, এমএসপি-র অর্থ সরাসরি আধার-সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি)-এর মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি 'পাট-মিত্র' অ্যাপে এমএসপি, ক্রয়কেন্দ্রের অবস্থান, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, কৃষি পরামর্শ ও পেমেন্টের তথ্য পাওয়া যাবে। নতুন স্লট বুকিং ব্যবস্থার ফলে কৃষকরা আগে থেকেই সংগ্রহের সময় নির্ধারণ করতে পারবেন, ফলে অপেক্ষার সময় কমবে এবং সংগ্রহ প্রক্রিয়া আরও সুশৃঙ্খল হবে।এছাড়া জেসিআই ফসল বিমা, টেকসই পাট চাষ, কার্বন নিঃসরণ কমানো, উন্নত গ্রেডিং, কৃষক প্রশিক্ষণ এবং পাটজাত বহুমুখী পণ্যের প্রসারেও কাজ করছে। জুট-আইকেয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ৫.৬ লক্ষেরও বেশি চাষি উপকৃত হয়েছেন। পাশাপাশি, ইসরোর সহযোগিতায় ভূ-স্থানিক ফসল পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করে সারা দেশে পাট চাষের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত জেসিআই এ বছর তাদের ৫৫তম বর্ষে পদার্পণ করেছে।

লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার হাত ধরে শুরু বিধায়কদের ওরিয়েন্টেশন, সংসদীয় কার্যপ্রণালী শেখাতে দু'দিনের বিশেষ কর্মসূচি

সুপ্রভাত বাংলাঃ নিতাই মালাকারঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নবনির্বাচিত সদস্যদের সংসদীয় ও পরিষদীয় কার্যপ্রণালী সম্পর্কে দক্ষ করে তুলতে আগামী ৩ জুলাই থেকে কলকাতায় শুরু হচ্ছে দু'দিনের বিশেষ ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি। এই কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রী ওম বিড়লা।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী কিরেণ রিজিজু, রাজ্যসভার উপাধ্যক্ষ শ্রী হরিবংশ, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শ্রী ঋতব্রত ব্যানার্জী-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।দু'দিনের এই কর্মসূচিতে নবনির্বাচিত বিধায়কদের জন্য সংসদীয় কার্যপ্রণালীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে একাধিক অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে— দক্ষ বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন, বিধানসভার রীতি-নীতি ও আচরণবিধি, প্রশ্নোত্তর পর্বের কার্যকারিতা, কমিটি ব্যবস্থা, প্রাইভেট মেম্বার বিল, বাজেট ও আর্থিক কার্যপ্রণালী, সংসদীয় অধিকার ও নীতি এবং ন্যাশনাল ই-বিধান অ্যাপ্লিকেশন (এনইভিএ)-এর ব্যবহার।এই অধিবেশনগুলিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার অধ্যক্ষ, সংসদ সদস্য, সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং প্রবীণ সংসদীয় আইনজীবীরা বক্তব্য রাখবেন। কর্মসূচির মাধ্যমে নবনির্বাচিত সদস্যরা সংসদীয় প্রতিষ্ঠান, গণতান্ত্রিক প্রশাসন এবং আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি বিধায়ক, অধ্যক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিনিময় এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ারও সুযোগ তৈরি হবে।৪ জুলাই কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ঐতিহাসিক চেম্বারে ভাষণ দেবেন রাজ্যপাল শ্রী আর. এন. রবি।লোকসভার সচিবালয়ের পার্লামেন্টারি রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি (পিআরআইডিই) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য নবনির্বাচিত বিধায়কদের সংসদীয় ও পরিষদীয় কাজের বিভিন্ন দিক, কমিটি ব্যবস্থা, আর্থিক পর্যবেক্ষণ, সংসদীয় অধিকার এবং আধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করে তাঁদের দায়িত্ব পালনে আরও দক্ষ করে তোলা।

সিউড়ির আদালতে উত্তেজনা



সুপ্রভাত বাংলাঃ স্টাফ রিপোর্টার, সিউড়ি আদালত চত্বরে জামিনে মুক্তি পাওয়া তৃণমূল নেতা নূরুল ইসলামকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনায় শুক্রবার তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। আদালত চত্বর থেকে নিরাপত্তার বলয় তৈরি করে তাঁকে সিউড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে 'ডিম-থেরাপি'র শিকার হন কিছু পুলিশ কর্মীও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোট-পরবর্তী হিংসার একটি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন সিউড়ি 2 নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি নূরুল ইসলাম। শুক্রবার আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি বেরিয়ে আসতেই আদালত চত্বরে উপস্থিত একদল বিজেপি সমর্থক তাঁর উদ্দেশে ডিম ছুড়তে শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত তাঁকে ঘিরে ফেললেও ডিম ছোড়া চলতেই থাকে।

নামখানায় স্কুলের মিড-ডে মিলের চাল রাতের অন্ধকারে পাচারের চেষ্টা



সুপ্রভাত বাংলাঃ শুভজিৎ শাসমল, নামখানা: রাজ্য জুড়ে চলা মিড-ডে মিল বিতর্কের মাঝেই এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানায় স্কুল থেকে রাতের অন্ধকারে চাল পাচারের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। নামখানার দ্বারিকনগর হাইস্কুল থেকে ইঞ্জিনভ্যানে করে প্রায় ১৫ কুইন্টাল চাল পাচারের সময় হাতেনাতে ধরে ফেলেন এলাকার গ্রামবাসীরা। ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার রাতে স্কুল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নামখানা থানার পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নামখানার দ্বারিকনগর হাইস্কুল থেকে একটি ইঞ্জিনভ্যানে করে বস্তা বস্তা চাল বোঝাই করে বাইরে পাচারের চেষ্টা চলছিল। রাতের নিস্তব্ধতায় স্কুলের গেটে এমন সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে স্থানীয় গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয়। তাঁরা ইঞ্জিনভ্যানটি আটকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন এবং তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে আসল সত্য। দেখা যায়, ওই ভ্যানটিতে প্রায় ১৫ কুইন্টাল মিড-ডে মিলের সরকারি চাল বোঝাই রয়েছে।বাচ্চাদের চাল চুরির ঘটনা হাতেনাতে ধরা পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়েই রাতেই ঘটনাস্থলে নামখানা থানার পুলিশ এসেপরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ ইঞ্জিনভ্যানটি বাজেয়াপ্ত করে এবং ঘটনার সাথে জড়িত দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। স্কুলের গুদাম থেকে এত বিপুল পরিমাণ সরকারি চাল কীভাবে রাতের অন্ধকারে বাইরে যাচ্ছিল, তা জানতে ইতিমধ্যেই স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় রেশন ডিলারকে থানায় তলব করেছে পুলিশ। এই চুরির পিছনে কোনো বড় চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

ক্ষতিপূরণের দাবিতে দুর্গাপুরে দেহ আটকে বিক্ষোভ

সুপ্রভাত বাংলাঃ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি কারখানা চত্বর। মৃতদেহ কারখানার সামনে রেখে বিক্ষোভে সামিল হন পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-পরিজন এবং সহকর্মীরা। তাঁদের দাবি, মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং পরিবারের এক সদস্যকে স্থায়ী চাকরি দিতে হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোকওভেন থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোকওভেন থানার অন্তর্গত ডিপিএল প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন একটি বেসরকারি কারখানায় কর্মরত ছিলেন ওই শ্রমিক। বৃহস্পতিবার কর্মরত অবস্থাতেই তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই কারখানার কর্মীদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদে তাঁরা সকলে কারখানার গেটের সামনে জড়ো হন। এরপর মৃতদেহ কারখানা চত্বরে রেখে শুরু হয় বিক্ষোভ।

রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থায় বড় ঘোষণা, আসছে নতুন ট্রাম লাইন ও ৪০০ ভলভো বাস

সুপ্রভাত বাংলাঃ আবুল কায়ুম গাজী , উত্তর ২৪ পরগনা: রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থাকে আধুনিক ও আরও উন্নত করতে একাধিক বড় ঘোষণা করলেন পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং। নতুন ট্রাম লাইন চালু করা থেকে শুরু করে দূরপাল্লার যাত্রার জন্য ভলভো বাস পরিষেবা চালুর কথা জানালেন তিনি।মন্ত্রী জানান, রাজ্যজুড়ে পরিবহন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে ইতিমধ্যেই ৪০০টি ভলভো বাসের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এই বাসগুলি মূলত দূরপাল্লার রুটে চালানো হবে, যাতে যাত্রীদের আরামদায়ক ও দ্রুত পরিষেবা দেওয়া যায়। পাশাপাশি শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরও সুসংগঠিত করতে নতুন ট্রাম লাইন চালুর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। পরিবহন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত পরিষেবার মাধ্যমে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। মন্ত্রী আরও জানান, খুব শীঘ্রই এই সমস্ত নতুন পরিষেবা চালু করা হবে এবং ধাপে ধাপে রাজ্যের বিভিন্ন রুটে তা কার্যকর করা হবে। আজ সেই মতোই অবশেষে শুরু হল কাঁচরাপাড়া থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা। এই পরিষেবার অন্যতম আকর্ষণ—মহিলারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই বাসে যাতায়াত করতে পারবেন। পরিবহন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে এই রুটে মোট চারটি বাস চলাচল শুরু করেছে। ধীরে ধীরে বাসের সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। নতুন এই বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় স্বস্তি পেয়েছেন নিত্যযাত্রীরা। বিশেষ করে মহিলা যাত্রীদের মধ্যে দেখা গেছে উচ্ছ্বাস। অনেকের মতে, এতে যেমন যাতায়াত খরচ কমবে, তেমনই সরকারি পরিবহনের উপর নির্ভরশীলতাও বাড়বে ও যাত্রীদের জন্য এটি বড় স্বস্তির খবর বলেও মনে করা হচ্ছে।



অতিগভীর নিম্নচাপ, দুর্যোগের আশঙ্কায় সুন্দরবনে



সুপ্রভাত বাংলাঃ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে শুক্রবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এই পরিস্থিতিতে মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসন গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছে। পাশাপাশি, যাঁরা ইতিমধ্যেই ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে গিয়েছেন, তাঁদের দ্রুত বন্দরে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে দক্ষিণ 24 পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল এলাকায় তৎপর প্রশাসন। সুন্দরবন পুলিশ জেলার অধীন ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ স্পিডবোট নিয়ে নদীপথে নামেন। নদীর বিভিন্ন ঘাট, খাঁড়ি এবং মাছ ধরার গুরুত্বপূর্ণ রুট ধরে চলে মাইকিং। পুলিশের তরফে বারবার ঘোষণা করা হয়— আবহাওয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কোনও মৎস্যজীবী যেন গভীর সমুদ্রে পাড়ি না দেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপর সৃষ্ট নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে। তার জেরে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় প্রবল বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং ঝোড়ো হাওয়া বইবার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে। কিছু এলাকায় তার চেয়েও বেশি বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের আবহাওয়ায় সমুদ্র খুব দ্রুত উত্তাল হয়ে ওঠে। নদী ও মোহনায় জলস্ফীতি বৃদ্ধি পেলে ছোট ট্রলার বা মাছ ধরার নৌকা মারাত্মক বিপদের মুখে পড়তে পারে। সুন্দরবন অঞ্চলের বিস্তীর্ণ নদীপথে আবহাওয়ার আচমকা পরিবর্তন নতুন কিছু নয়। অনেক সময় কয়েক মিনিটের মধ্যে শান্ত নদী ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। সেই কারণেই আগাম সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন। ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি, নামখানা ও সংলগ্ন উপকূলবর্তী অঞ্চলের বহু পরিবার জীবিকার জন্য সম্পূর্ণভাবে মৎস্য শিকারের উপর নির্ভরশীল। প্রতিদিন শতাধিক ট্রলার গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। দুর্যোগের সতর্কতা জারি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগে রয়েছেন মৎস্যজীবী ও তাঁদের পরিবার। অনেকেই জানিয়েছেন, সমুদ্রে থাকা অবস্থায় ঝড় শুরু হলে জীবন নিয়ে ফেরা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। স্থানীয় মৎস্যজীবী ধীরেন দাস বলেন, "প্রশাসনের এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেক সময় মাছ ধরার তাড়নায় আবহাওয়ার সতর্কবার্তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে বড় বিপদের মুখে পড়তে হয়। পুলিশের মাইকিং ও সরাসরি সতর্কবার্তা অনেককে সচেতন করবে ।" ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতির উপর সর্বদা নজর রাখা হচ্ছে। নজরদারি বাড়ানো হয়েছে উপকূলবর্তী সমস্ত ঘাটে। নদীপথে নিয়মিত টহলদারি চালানো হচ্ছে যাতে কোনও ট্রলার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গভীর সমুদ্রে না যায়। প্রয়োজনে আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

'মারাত্মক ছক'



সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজস্ব সংবাদদাতা, শংসাপত্রকে হাতিয়ার করে এ রাজ্যে অনায়াসে শিকড় গেড়েছে অনুপ্রবেশকারীরা। দিনের পর দিন এভাবেই অত্যন্ত নিঃশব্দে বদলে যাচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস ! রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষায় তৈরি হচ্ছিল গভীর সঙ্কট। এই বিপজ্জনক চক্রের রমরমা রুখতে এবার প্রথম বড়সড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিষয়ে একগুচ্ছ কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামিদিনেও এমনই কড়া মনোভাব নেবে প্রশাসন । এদিন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের নিয়মে বড়সড় রদবদল ঘটিয়েছে রাজ্য। 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন অফ বার্থস অ্যান্ড ডেথস (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস, 2026'-এর খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। মূলত প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতি রুখতে এবং গোটা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে এবার থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। পাশাপাশি শংসাপত্র প্রদান এবং আপিল পদ্ধতিতেও স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করা হবে। বিগত কয়েক বছর ধরেই ভুয়ো শংসাপত্রের সাহায্যে রাজ্যের জনবিন্যাস পরিবর্তনের 'মারাত্মক ছক' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছিল বিজেপি। পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যায়, পরিস্থিতি ঠিক কতটা ভয়াবহ। গত এক বছরে শুধুমাত্র উত্তর দিনাজপুরে 58 হাজার 509টি ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র উদ্ধার হয়েছে। পিছিয়ে নেই অন্য সীমান্তবর্তী জেলাগুলিও। উত্তর 24 পরগনায় 19 হাজার 709টি, মালদায় 16 হাজার 712টি এবং মুর্শিদাবাদে 8 হাজার 138টি জাল জন্ম শংসাপত্রের হদিশ মিলেছে। অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে টাকার বিনিময়ে এই হাজার হাজার ভুয়ো শংসাপত্র বিলি করা হয়েছে। দুর্নীতির জাল এতটাই গভীরে যে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় কারচুপি করে মৃত ব্যক্তিকেও খাতায় কলমে জীবিত দেখানো হয়েছে। মূলত অনুপ্রবেশকারীরা এই শংসাপত্রগুলি ব্যবহার করেই এ দেশের নাগরিকত্ব প্রমাণের চেষ্টা চালিয়েছে। জাল শংসাপত্র চক্রের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে এবার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করছে রাজ্য। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী খুব স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, ভুয়ো শংসাপত্র নিয়ে সরকার কঠোর পদক্ষেপ করবে । প্রশাসন যাতে কোনওভাবেই দুর্নীতি আড়াল না করে, সে বিষয়েও পুলিশ আধিকারিকদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, কোনও অভিযোগ এলে লুকনোর দরকার নেই। নথিভুক্ত করুন, এফআইআর করুন, অভিযোগটিকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করুন।"

মন্ত্রিসভায় একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত

সুপ্রভাত বাংলাঃ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার লক্ষ্যে আরও একধাপ এগিয়ে গেল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড, ওয়েস্ট বেঙ্গল 2026'-এর খসড়া বিলটি খতিয়ে দেখার জন্য একটি বিশেষ উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের প্রস্তাবে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাই এই কমিটির নেতৃত্ব দেবেন। গত 29 জুন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, কমিটির সুপারিশ মেলার পরেই সরকার বিধানসভায় ইউসিসি বিল পেশ করবে। আগামী অগস্ট মাসেই এই আইন কার্যকর করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যেই এদিন দ্রুততার সঙ্গে কমিটি গঠন করে দিল মন্ত্রিসভা। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে এই কমিটিকে তাদের বিস্তারিত রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দিতে হবে । রাজ্যে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, খোরপোষ, উত্তরাধিকার, দত্তক এবং লিভ-ইন সম্পর্কের মতো ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনি বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে একটি অভিন্ন আইনি কাঠামো তৈরির সুপারিশ করবে এই কমিটি। অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পাশাপাশি এদিন আরও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। শ্বেতপত্র প্রকাশ এবং রাজ্যে বিনিয়োগ টানার লক্ষ্যে এই দু'টি আলাদা কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের নেতৃত্বে শ্বেতপত্র সংক্রান্ত পাঁচ সদস্যের কমিটিটি কাজ করবে। আর রাজ্যে বিনিয়োগ সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান হবেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়।" ইউসিসি সংক্রান্ত কমিটিতে প্রাক্তন বিচারপতির পাশাপাশি একজন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক, একজন আইনজ্ঞ, একজন শিক্ষাবিদ এবং একজন সমাজকর্মী থাকছেন । রাজ্য প্রশাসনের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন আধিকারিক এই কমিটির মেম্বার-সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া সাধারণ মানুষকে প্রশাসনিক কাজে স্বস্তি দিতে জমির খতিয়ান এবং প্লটের তথ্যের ডিজিটাল কপি পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত রকম আবেদন ও প্রমাণীকরণ ফি সম্পূর্ণ মকুব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। নারী নিরাপত্তা এবং দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার উপরেও এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, রাজ্যে মোট ন'টি নতুন ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট বা দ্রুত বিচার আদালত তৈরি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, "আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, পুরুলিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা এবং কলকাতার সিটি সেশন কোর্টে একটি করে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরির প্রস্তাবে মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে । এর জন্য বিচারব্যবস্থায় 36টি নতুন পদ তৈরি করে দ্রুত নিয়োগ করা হবে।" একইসঙ্গে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের নিয়মেও বেশ কিছু বদল আনা হচ্ছে। মন্ত্রী এদিন বলেন, "মন্ত্রিসভা'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন অফ বার্থস অ্যান্ড ডেথস (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস, 2026'-এর খসড়া অনুমোদন করেছে । এর ফলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেকর্ড সংরক্ষণ, শংসাপত্র প্রদান এবং দেরিতে নিবন্ধনের মতো বিষয়গুলি অনেক সহজ হবে।" স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রেও একাধিক বড় ঘোষণা করা হয়েছে। ন্যাশনাল হেলথ মিশন বা এনএইচএম-এর আওতায় থাকা স্বাস্থ্যকর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে তাঁদের মাসিক পারিশ্রমিক একধাক্কায় 5 হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে। আগামী 1 অগস্ট থেকেই এই বর্ধিত বেতন চালু হবে।

খেলার খবর

দ্বীপরাষ্ট্রে টেস্ট খেলতে যাচ্ছে ভারত



সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ

ইংলয়ান্ড সফরে পাঁচ ম্যাচের টি-20 ও তিনম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলে ভারতীয় দল যাবে জিম্বাবোয়ে সফরে । 26 জুলাই শেষ হচ্ছে ভারতীয় দলের জিম্বাবোয়ে সফর । এরপর আগামী মাসে শ্রীলঙ্কায় দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারতীয় দল । এক ঘোষণায় বৃহস্পতিবার ভারতীয় দলের সফরসূচি প্রকাশ করা হল দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেট বোর্ডের তরফে । যা অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও । গল এবং কলম্বোয় আগামী মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে দু'টি টেস্ট খেলবে শুভমন গিল নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল । যা ন'বছর বাদে ওই দেশে ভারতীয় দলের প্রথম টেস্ট সিরিজ । গল আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে আগামী 15-19 অগস্ট । কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব গ্রাউন্ডে সফরের দ্বিতীয় টেস্টটি ভারতীয় দল খেলবে আগামী 23-27 অগস্ট । সম্প্রতি দেশের মাটিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট খেলেছে ভারতীয় দল । কিন্তু তা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ ছিল না । অর্থাৎ, শ্রীলঙ্কা সফরের জোড়া টেস্ট ম্যাচের সিরিজ দিয়ে ডব্লিউটিসি'তে ফিরছে ভারতীয় দল । এমনিতেই দ্বীপরাষ্ট্রের ঘূর্ণি পিচ যে কোনও সফরকারী দলের কাছে ভয়ের কারণ । তার উপর ডব্লিউটিসি'তে প্রৎয়াবর্তন হতে চলায় এই সিরিজ ভারতীয় দলের কাছে যে মহাগুরুত্বপূর্ণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না । দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ডব্লিউটিসি'র অন্তর্গত শেষ সিরিজে চুনকাম হয়েছে ভারতীয় দল । যা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় অনেকটাই পিছিয়ে দিয়েছে তাদের । 2025-27 ডব্লিউটিসি চক্রে আপাতত ন'ম্যাচ খেলে 48.15 পয়েন্ট পার্সেন্টেজ নিয়ে এই মুহূর্তে পাঁচে ভারতীয় দল । অন্যদিকে মাত্র তিন ম্যাচ খেলে 44.44 পয়েন্ট পার্সেন্টেজ নিয়ে ছ'য়ে রয়েছে শ্রীলঙ্কা । ন'টি ম্যাচের মধ্যে ভারত জিতেছে চারটি ম্যাচ, হেরেছে চারটি ম্যাচ । আরেকটি ম্যাচ ড্র । তাই ডব্লিউটিসি'র শেষ পর্বে যাওয়ার আশা বাঁচিয়ে রাখতে দ্বীপরাষ্ট্রে সিরিজ জয় ভীষণ জরুরি । তাছাড়া সাম্প্রতিক অতীতে গিল নেতৃত্বাধীন তরুণ ভারতীয় দলের ব্যাটিং স্পিনের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ছে । তাই দেখার শ্রীলঙ্কার মাটিতে তাদের স্পিনারদের দলের ব্যাটাররা কীভাবে সামলান । এর আগে চলতি ডব্লিউটিসি চক্রে ইংল্যান্ডে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের পর দেশের মাটিতে যথাক্রমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দু'ম্যাচের সিরিজ খেলেছে ভারতীয় দল । শ্রীলঙ্কার মাটিতে ভারতের জন্য কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে সন্দেহ নেই । কিন্তু সেদেশে শেষ তিনটি সিরিজে অপরাজিত ভারতীয় দল । এর মধ্যে জয় দু'টিতে এবং ড্র হয়েছে একটি সিরিজ । 2017 সালে শেষবার দ্বীপরাষ্ট্রে গিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে তাদের চুনকাম করে ফিরেছিল ভারতীয় দল । যে দলের অধিনায়ক ছিলেন বিরাট কোহলি ।

জোড়া গোলে স্পেনের জয়



কুকুরেয়া-ওয়য়ার্জাবালের যুগলবন্দিতে জোড়া গোল পেল স্পেন । গোলরক্ষক তৎপর না-হলে আরও বড় ব্যবধানে হারত অস্ট্রিয়া । স্পেনের তিকিতাকায় ছারখার অস্ট্রিয়া, ওয়য়ার্জাবালের জোড়া গোলে শেষ ষোলোয় ইউরোজয়ীরা

Mobile - 8250733567

Published by Shrawan Kumar Vishwakarma, on behalf of Shrawan Kumar Vishwakarma published from and Printed by Supravat Printers, DVC MORE, KALIPAHARI, N H- 2, ASANSOL, PASCHIM BARDHAMAN, WEST BENGAL-713340

CMD: Shrawan Kumar Vishwakarma
Editor : Sankar Nath Halder